অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩

কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩

Economic Census 2013

বিশেষ ক্রোড় পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ বৈশাখ ১৪২০
১৪ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

অর্থনৈতিক শুমারি 'অগ্রগতির দিশারী' এই মূল শ্লোগানকে ধারণ করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে তৃতীয় বারের মত অর্থনৈতিক শুমারি করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি, দেশের সকল অকৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শুমারি সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকারকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল শিল্প, কল-কারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন, নির্মাণ, রিয়েল-এস্টেট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সকল ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। আমি আশা করি, এ সকল প্রতিষ্ঠান শুমারির কাজে নিয়োজিত গণনাকারীগণকে সঠিক তথ্য প্রদান করবেন। মনে রাখতে হবে, এসব তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তাই প্রদত্ত তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমি অর্থনৈতিক শুমারি -২০১৩ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

অর্থনৈতিক শুমারির তাৎপর্য এবং জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব

মোঃ দিলদার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, বিবিএস
একেএম আশরাফুল হক, উপ- প্রকল্প পরিচালক, বিবিএস

সূচনা: বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প-২০২১' এবং '৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-১৫' এর বাস্তবায়ন কর্ম-প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করেছে। এসব কর্মপরিকল্পনার আওতায় সরকারের উদ্দেশ্য হলো দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এক্ষেত্রে সরকারকে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, দারিদ্র বিমোচন, মানুষের সামাজিক-নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, বিপুল জনসম্পদকে কাজে লাগানো এবং ক্রমবর্ধমান ও সম্প্রসারণশীল বাজার অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করা ইত্যাদি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের প্রধান সহায়ক হলো কৃষি-নির্ভর শিল্পের বিকাশ, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, বাজার-অর্থনীতির কাঠামো সুদৃঢ়ীকরণ এবং ব্যবসা-সেবা খাতকে আরো উজ্জীবিত করে মানবসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। এভাবে দেশীয় সম্পদ ও তার সকল সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর সার্বিক তথ্য-চিত্র সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য ৩য় বারের মত সারাদেশে 'অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩' পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে।

পটভূমি: বিবিএস কর্তৃক বাংলাদেশে অর্থনৈতিক শুমারি সর্বপ্রথম পরিচালিত হয় ১৯৮৬ সালে। সে সময়ে এটি "কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও অক্ষম ব্যক্তিদের শুমারি" নামে পরিচালিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের অকৃষি খাতের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বৃহৎ, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা-শ্রেণির তালিকা প্রণয়ন, এতে নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক জনসম্পদের পরিমাণ (আংশিক বা পূর্ণ সময়ে কর্মরত), পারিবারিক কর্মীর সংখ্যা, দেশে কর্ম-অক্ষম ও পঙ্গু লোকের সংখ্যা নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এসববিষয়ে ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি তথ্য কাঠামো প্রস্তুত করা। ১৯৮৬ সালে ১ম বারের মত অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনার পেছনে আরো একটি সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় উৎপাদনে (GDP) কৃষির অবদান ক্রমশঃ কমে ১৯৭৭-৭৮ সালে শতকরা ৫৩.২ শতাংশ থেকে ১৯৮১-৮২ সালে শতকরা ৪৭.৪ শতাংশে পৌঁছাতে দেখা যায়। অন্যদিকে, শিল্প, ব্যবসা ও সেবাখাতে এই অবদান ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে, তৎকালিন সময়ে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সরকারের গৃহীত 'পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা' প্রণয়নে ও দেশের চলমান আর্থিক অবকাঠামো সম্পর্কে সরকারের একটি স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণের জন্য শুমারি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর এক দশক পর ১৯৯৫-৯৬ সালে ২য় বার অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও তা অনিবার্য কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আরো ৫ বছর পর ২০০১ ও ২০০৩ সালে পর্যায়ক্রমে দুই পর্বে প্রথমে শহর ও পরে পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২য় অর্থনৈতিক শুমারির উদ্দেশ্য ছিল খাতভিত্তিক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের তালিকা প্রণয়ন যা থেকে দেশের জাতীয় আয় হিসাব করা ও একটি মানসম্মত শিল্প শ্রেণিবিন্যাস (Bangladesh Standard Industrial Classification, BSIC) কাঠামো তৈরি করা। এছাড়া, পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করার উপযোগী একটি কাঠামো দাঁড় করানো। ঐ শুমারিতে ১ম শুমারির ন্যায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, জনবল, প্রতিষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এবার ২০১৩ সালে ৩য় অর্থনৈতিক শুমারিতে কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন উপখাতের হিসাব নিরূপণ, হালনাগাদ বেঞ্চমার্ক তথ্য সরবরাহ, অঞ্চলভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ডাইরেক্টরী তৈরি, ক্ষুদ্র প্রশাসনিক এলাকা ভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রণয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে শিল্পগত বিন্যাস, এসব কর্মে সম্পৃক্ত জনবলের সংখ্যা, ধরন ও মালিকানার প্রকৃতি, জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রতিষ্ঠানিক (informal) খাতের কাঠামো ও অবদান নিরূপণ ছাড়াও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সার্বক্ষণিক কর্মী সম্পর্কিত বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এছাড়া শুমারির তথ্যের মাধ্যমে বিবিএসসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভবিষ্যতে পরিচালিতব্য বিভিন্ন জরিপের জন্য একটা নমুনা কাঠামো দাঁড় করানো হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে এতদসংশ্লিষ্ট জরিপের কাজ করা সহজ হয়।

শুমারির তাৎপর্য: বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি বাজার অর্থনীতির যুগে অগ্রসরমান। গত দশকে আমাদের জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ২২ শতাংশ যা কমে গিয়ে এখন ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, জাতীয় উৎপাদনে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ক্রমশঃ বেড়ে ৮০ শতাংশে দাড়িয়েছে। বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতর ও আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশে এবারের অর্থনৈতিক শুমারি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। বলতে গেলে, দেশের জন্য এ শুমারি একটি সময়োচিত ও সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বরূপ নির্বাচনের জন্য আগামীতে কৃষি শুমারি ২০১৪ পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।

শুমারির গুরুত্ব: অর্থনৈতিক শুমারি হতে প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোন্ ধরনের সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় আছে বা কী ধরনের জনসম্পদ প্রয়োজন, কোন্ কোন্ খাতে কতটুকু জনবল আত্মীকরণ করা যাবে এবং শিল্প ও ব্যবসা অবকাঠামোর দ্রুত সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়তা প্রয়োজন তা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং এতদবিষয়ে নীতি প্রণয়ন করা সহজ হবে। পক্ষান্তরে, জনস্বার্থে ও জাতীয় কল্যাণে এ অর্থনৈতিক শুমারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উন্নয়নে গৃহীত "বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১" ও "৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-১৫" বাস্তবায়নে এ শুমারির তথ্য অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া জাতিসংঘের "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)" ও আগামীতে প্রণীতব্য "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)" এর শর্তাবলী পূরণে বিশেষত: মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন, প্রভৃতি জনকল্যাণমুখি উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাংলাদেশ সূচকের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এ অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রাপ্ত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। সরকারের বহুবিধ টেকসই উন্নয়ন-নীতি ও পরিকল্পনা তৈরি এবং তার বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক শুমারি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ফলে, জনকল্যাণমুখি বর্তমান সরকারের নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনায় অর্থনৈতিক শুমারি বিশেষ অর্থবহ। শুমারিতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি পরিমাপ ও আগামী দিনের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে পথ প্রদর্শক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এপর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শুমারি পরিচালনা করেছে। সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণীত হওয়ায় শুমরির কার্যক্রমে নতুন দিক নির্দেশনা ও গতিশীলতা এসেছে। বিপুল জন-অধ্যুষিত এদেশে যেকোন শুমারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজটিকে যথাসময়ে পরিকল্পনামাফিক সম্পন্ন করতে হলে দেশের জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। শুমারি কাজের জন্য সারাদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গণনাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিবিএস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এতে নিয়োজিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব থাকায় শুমারির কাজটি দুই পর্বে সম্পন্ন করা হবে। ১ম পর্যায়ে ৩৭টি জেলায় ১৫ই এপ্রিল হতে ২৪শে এপ্রিল এবং ২য় পর্যায়ে ২৯টি জেলায় ১৫ই মে হতে ২৪শে মে গণনা কাজ করা হবে। গণনাকারীর দায়িত্ব হলো, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ও খানায় স্ব-শরীরে হাজির হয়ে প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা। সুপারভাইজারগণ গণনাকারীর কাজগুলো তাৎক্ষণিকভাবে তদারক করবেন। মাঠ পর্যায়ে বিবিএস এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এসকল গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ ও তাদের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। বিশাল এ কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ও খানা প্রধানদের সহযোগিতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কাজেই, আসুন আমরা সকলে মিলে এদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে শরীক হই এবং ব্যুরোকে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করি। আমরা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে আরও আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনাদের প্রদত্ত তথ্য সর্বাবস্থায় গোপন রাখা হবে এবং সামষ্টিকভাবে এ তথ্য জাতীয় স্বার্থে দেশের কাজে ব্যবহার করা হবে। আইনগতভাবে আপনাদের প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রাণশক্তি। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁদের মূল্যবান অবদান প্রাক্কলন ও সর্বমহলে তা উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে স্বউৎসাহে সঠিক তথ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাই এর গর্বিত অংশীদার হবেন এবং জাতীয় অর্থনীতির ভিত আরো মজবুত ও সুদৃঢ় করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করছি।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ বৈশাখ ১৪২০
১৪ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ৩১ মার্চ ২০১৩ হতে মাঠ পর্যায়ে দু'পর্বে সারাদেশে তৃতীয়বারের মত কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি কার্যক্রম শুরু করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

ইতঃপূর্বে পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেশব্যাপী ২০০৮ সালে কৃষিশুমারি এবং ২০১১ সালে আদমশুমারি ও গৃহগণনা সম্পন্ন করেছে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ধরে রাখা এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলা করে সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এসব শুমারি ও জরিপের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি ক্রমশঃ বাজার অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রায় এক দশক আগে জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ২২ শতাংশ যা বর্তমানে ২০ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে।

অন্যদিকে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প ও সেবাখাতের সমন্বিত অবদান বেড়ে ৮০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা, নীতি ও বাস্তব পদক্ষেপ এবং বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভাবমূর্তি ক্রমশঃই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের এ উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশে এবারের অর্থনৈতিক শুমারি একটি সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনায় জাতীয় অর্থনীতিতে আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের প্রায় হাজার ধরণের ছোট-বড় শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পেশাভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার এবং এতে সংশ্লিষ্ট জনবল ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা, মূলধন, কর্মকাণ্ড পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবে।

এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশের অকৃষিখাতের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। যা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ অর্থনৈতিক শুমারিকে সফল করার জন্য আমি দেশের আপামর জনসাধারণকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে অকৃষিখাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অকৃষিখাত থেকে। দেশের অকৃষিখাত সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র মাধ্যম হলো "অর্থনৈতিক শুমারি"। বাংলাদেশে তৃতীয়বারের মত ২০১৩ সালে দেশব্যাপী কৃষিবর্হিভূত অর্থনৈতিক শুমারি হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

অর্থনৈতিক শুমারিতে কৃষি বর্হিভূত সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও খানার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ শুমারিতে শিল্প ও সেবাখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের শ্রেণীবিন্যাস ও জনশক্তির তথ্যও সংগ্রহ করা হবে। তাই অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতের বাস্তবচিত্র পাওয়া যাবে, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি দেশের সকল জনসাধারণ বিশেষ করে শিল্প, কল-কারখান, ব্যবসা ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের মালিক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি সকলের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

আমি অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি)

এয়ার ভাইস-মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নির্ভরযোগ্য ও সময়োচিত পরিসংখ্যান সুষ্ঠু পরিকল্পনার পূর্বশর্ত। যে কোনো ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হলো জাতীয় শুমারি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল শুমারি ও জরিপ কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে বর্তমান ২০১৩ অর্থ বৎসরে দেশের তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশে বর্তমানে শিল্প ও সেবাখাত সম্প্রসারিত হচ্ছে-যা জাতীয় অগ্রগতি ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে দেশের শিল্প, ব্যবসা ও সেবাখাতের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে এ সকল খাতের অবদান নিরূপণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ক্রমবিকাশমান খাতসমূহের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে এ সমস্ত তথ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

আমি দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে শিল্প, কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। শুমারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সহযোগিতা প্রদান আমাদের অন্যতম নাগরিক দায়িত্ব। আশা করি সকলের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ সুন্দর ও সার্থক হবে।

আমি কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর সাফল্য কামনা করি।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাণী

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের সকল পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে প্রথম অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ ও ২০০৩ সালে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শুমারি দু'পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে শহরাঞ্চলে ও ২০০৩ সালে পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের তৃতীয় কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সালে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলতি বছরে মার্চ-মে সময়ে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক শুমারিতে শিল্প, ব্যবসা ও সেবাখাতের সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। শুমারিতে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিল্পগত শ্রেণিবিন্যাস, নিয়োজিত জনবলের পরিমাণ ও মালিকানাসহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ সব তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়নের নিমিত্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হবে। শুমারি কাজে এলাকার বেকার যুব ও যুব মহিলা এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কাজ করবেন। শুমারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন শুমারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ শুমারি কাজে নেতৃত্বদানসহ যাবতীয় সহায়তা প্রদান করবেন। শুমারিতে প্রাপ্ত তথ্য শুধু দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। সংগৃহীত তথ্য সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করা হবে; এককভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য কোনক্রমেই প্রকাশ করা হবেনা।

শুমারি কাজের সফলতার জন্য শিল্প, কল-কারখানা, ব্যবসা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য। আমি আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নিয়োজিত গণনাকারী ও সুপারভাইজারদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩কে সাফল্যমন্ডিত করতে সহায়তা করবেন।

মোঃ নজিবুর রহমান

দিলীপ বড়ুয়া
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ***কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩*** পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

আমি জানতে পেরেছি, ৩১ মার্চ ২০১৩ তথ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মূল শুমারির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আওতায় মাঠ-পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট খানা এবং প্রতিষ্ঠান হতে অর্থনীতির বিভিন্ন পরিমাপক বা নির্দেশক নিরূপণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এটি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য তথ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বিশেষ করে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তথ্য ভান্ডারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ শুমারি থেকে প্রাপ্ত কৃষিবহির্ভূত খাতভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পরিকল্পিত শিল্পায়নের চলমান উদ্যোগকে বেগবান করবে। এর মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

আমি জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গৃহিত এ উদ্যোগের প্রশংসা করছি।

দিলীপ বড়ুয়া

০১ বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
১৪ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দশ বছর অন্তর আদমশুমারি, কৃষি শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পরিসংখ্যান প্রকাশ করে থাকে। বিবিএস শুমারির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক, কৃষিজ ও জনমিতিক জরিপ পরিচালনা করে।

২০১১ সালে আদমশুমারি ও গৃহগণনা সফলভাবে সম্পন্ন করার পর আমরা কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ পরিচালনা করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করি। সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা ইতোমধ্যে প্রাক-শুমারির সকল কর্মকাড সম্পন্ন করেছি। ৩১ মার্চ ২০১৩ তারিখে শুমারি কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে মূল শুমারি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৫ এপ্রিল হতে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থনৈতিক কর্মকাডসম্পন্ন খানা ও প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫ মে হতে ২৪ মে পর্যন্ত অর্থনৈতিক কর্মকাডসম্পন্ন খানা ও প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে লক্ষাধিক শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শুমারি কর্মকাড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সারাদেশকে ৭৮টি শুমারি জেলায় এবং ২২০০টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য হতে প্রতি শুমারি জেলায় ১ জন করে জেলা শুমারি সমন্বয়কারী এবং প্রতিটি জোনে ১ জন করে জোনাল অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন।

আমাদের ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির ধারা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য-উপাত্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং সে মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর তথ্য-উপাত্ত যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

আমি অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, খানা প্রধান, প্রতিষ্ঠানের মালিক, বিভিন্ন সংস্থার কর্ণধারসহ সকল স্তরের জনসাধারণকে শুমারি কর্মীদের সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

গোলাম মোস্তফা কামাল

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়